৫। বক্রোক্তি

কোনো কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত, সে অর্থটি না ধ'রে শ্রোতা যদি তার অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তবে **বক্রোক্তি** অলঙ্কার হয়।

(i) 'বক্তা—আপনার কপালে **রাজদণ্ড** আছে।

শ্রোতা—নিশ্চয়ই, আইন অমান্য ক'রে ছমাস খেটেছি, সশস্ত্রবিপ্লবে এখন বছরকতক খাটব।'—শ. চ.

[বক্রোক্তির এই রূপটিও Pun-এর রূপবিশেষের সঙ্গে মেলে :

Q. Can a leopard change its *spot* ?

A. Yes, when it goes from one place to another.

Spot = mark, place.]

শ্লেষ ও **কাকু** ভেদে বক্রোক্তি দুরকম।

(ক) **শ্লেষবক্রোক্তি :**

একই শব্দে নানা অর্থ গ্রহণের নাম শ্লেষ। এইজাতীয় শব্দের অর্থগত বৈচিত্র্যের উপর যে বক্রোক্তি নির্ভর করে, তার নাম **শ্লেষবক্রোক্তি**।

আমাদের (i)-চিহ্নিত উদাহরণটি শ্লেষবক্রোক্তির।

(ii) "প্রশ্ন—দ্বিজ হ'য়ে কেন কর বারুণী সেবন ?

উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

প্রশ্ন—বিপ্র হ'য়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?

উত্তর—সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয় ?"—অজ্ঞাত।

—প্রশ্নকারী 'দ্বিজ' ব্রাহ্মণ অর্থে এবং 'বারুণী' মদ্য অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' চন্দ্র অর্থে এবং 'বারুণী' পশ্চিমদিক্ অর্থে উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্নকারীর অভিপ্রায়—বামুন হ'য়ে মদ খাচ্ছ কেন ? ব্রাহ্মণের উত্তর—সূর্য্য উঠছে কিনা। তাই চাঁদ পশ্চিমে ডুবছে।

বেগতিক দেখে প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় ভাষান্তরে যে প্রশ্ন করলেন, তাতেও মুস্কিল হ'ল 'সুরাসক্ত' শব্দটি নিয়ে :

প্রশ্নকারীর অভিপ্রায়—সুরা+আসক্ত ;

ব্রাহ্মণের গৃহীত অর্থ—সুর+আসক্ত।

(iii) "শতজীব বিদ্যারত্ন—দাশু, তুমি **সিদ্ধ** পুরুষ।

দাশরথি রায়—ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন পাঁচালির দল
করিয়াছি, তখন সিদ্ধ বই আর কি? আপনারা আতপ,
আমি আর এ জন্মে আতপ হইতে পারিলাম না।"

—চন্দ্রশেখর কর-লিখিত দাশরথি রায়।

—বিদ্যারত্ন 'সিদ্ধ' শব্দটি তপঃসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন; দাশরথি সিদ্ধ চাউলে 'সিদ্ধ' যে অর্থে ব্যবহৃত সেই অর্থ ধ'রে উত্তর দিয়েছিলেন। সিদ্ধ ও আতপ চালে পবিত্রতার দিক্ দিয়ে যে পার্থক্য, তাঁতে এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণে সেই প্রভেদ এই কথাই বলেছিলেন।

(এযুগে অনেকের হয়তো জানা না থাকতে পারে যে হিন্দুর কাছে আতপ চাউল পবিত্র, সিদ্ধ চাউল তা নয়।)

[উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর অভিপ্রায় বুঝেই ইচ্ছা ক'রে বাঁকা পথে চলেন—উদ্দেশ্য কৌতুকসৃষ্টি। এই কথাটি মনে রাখা দরকার।]

(খ) **কাকুবক্রোক্তি ঃ**

এই অলঙ্কারটি বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে (কাকু= স্বরভঙ্গী)। এতে কণ্ঠধ্বনির বিশেষ ভঙ্গীর ফলে নিষেধ (negation) বিধি (affirmation)-তে এবং বিধি নিষেধে পর্য্যবসিত হ'য়ে শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হয়।

(i) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?"—মধুসূদন।

—কেউ ছেঁড়ে না ঃ পর্ণই (পাপড়ি) হ'ল পদ্মের সর্ব্বস্ব; এই সর্ব্বস্ব থেকে পদ্মকে বঞ্চিত করবে এমন নিষ্ঠুর কেউ নাই, জিজ্ঞাসার এই অর্থ ই পাওয়া যাচ্ছে। নিরাভরণা সীতার প্রতি সরমার উক্তি।

(ii) ".....দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে?"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "বজ্রে যে জন মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে?"

—যতীন্দ্রনাথ।

যে উদাহরণগুলি আমরা উদ্ধৃত করলাম, তার সঙ্গে Erotesis-এর অনেকটা মিল রয়েছে।

"Shall we, who struck the Lion, shall we
Pay the Wolf homage?"—Byron, ঐরকমই শোনায় না কি?

বিশ্বনাথ যে উদাহরণটি দিয়েছেন, তা এই—

"কালে কোকিলবাচালে সহকারমনোহরে
কৃতাগসঃ পরিত্যাগাৎ তস্যাশ্চেতো ন দূয়তে।"

[এর অর্থ—কোকিলকলকণ্ঠমুখর চূতমঞ্জরীমনোহর বসন্তে অপরাধী (কান্তের) পরিত্যাগ তার (নায়িকার) চিত্ত পরিতাপিত করে না।]

অলঙ্কারনির্দ্দেশক ব্যাখ্যাসূত্রে বিশ্বনাথ বলেছেন, "অত্র কয়াচিৎ সখ্যা নিষেধার্থে নিযুক্তো নঞ্ অন্যয়া কাকা দূয়তে এব ইতি বিধ্যর্থে ঘটিতঃ।" অর্থ —এখানে কোনো সখীর নিষেধার্থে নিযুক্ত নঞ্ অন্যসখীর দ্বারা কাকুসহকারে 'নিশ্চয় পরিতাপিত হয়' এই বিধি-অর্থে ঘটিত হয়েছে।

ঠিক এইভাবের কাকুবক্রোক্তি বাঙলায় বিরল ব'লে মনে হয়।

অর্থালঙ্কার

যে-অলঙ্কার একান্তভাবে অর্থের উপর নির্ভর করে, অর্থ-প্রকাশক অলঙ্কার-স্রষ্টা শব্দ বা শব্দাবলীকে (word বা words) পরিবর্ত্তিত ক'রে সেখানে সমার্থক (synonymous) অন্য শব্দ বসিয়ে দিলেও যে-অলঙ্কার অক্ষুণ্ণ থাকে, তার নাম **অর্থালঙ্কার**।

উদাহরণ তৈরী ক'রে ব্যাপারটা বোঝানো যাক :

'নয়নে তোমার চপল দৃষ্টি চকিতহরিণীসম'

—এতে রয়েছে অর্থালঙ্কার পূর্ণোপমা। এটিকে যদি এইভাবে রূপান্তরিত করি :

'চোখে চঞ্চল চাহনি তোমার ত্রস্ত মৃগীর মতো'

পূর্ণোপমাই র'য়ে গেল ; শব্দপরিবর্ত্তন সমার্থকতার ভিত্তিতে করা হ'ল ব'লে অলঙ্কার তার পূর্ব্বমহিমা নিয়ে অটুট হ'য়ে রইল।

এইরকম শব্দপরিবৃত্তিসহিষ্ণুতা শব্দালঙ্কারের নাই ; একথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের

"বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ"

চরণটিকে যদি এইভাবে লিখি—

'বাজে পূরবীর ছন্দে ভানুর শেষ রাগিণীর বীণ',

তাহ'লে ঐ একটি কথা 'রবি'র জায়গায় সমার্থক 'ভানু' বসানোতে একসঙ্গে বহু বিপর্য্যয় ঘ'টে যায় : 'ঈর' 'ইর' 'ঈর' (পূরব্-ঈর, রব্-ইর, রাগিণ্-ঈর)-এর অনুপ্রাস, (পূ-) রবীর রবির যমক, 'রবি'র (সূর্য্য, রবিঠাকুর) শ্লেষ অন্তর্ধান করে।

শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের পার্থক্য নির্ণীত হয় একটিমাত্র আদর্শে। সে আদর্শটি হ'ল শব্দের পরিবর্ত্তন সহ্য করার শক্তি। **এ শক্তি** অর্থালঙ্কারের **আছে**, শব্দালঙ্কারের **নাই**।

অর্থালঙ্কার বহুসংখ্যক হ'লেও তাদের শ্রেণীগতভাবে বিচার করলে মোটামুটি **পাঁচটি শ্রেণী** পাওয়া যায়। এক একটি শ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি ক'রে অলঙ্কার থাকে। শ্রেণীবিভাগের মূলসূত্র কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ।

শ্রেণী পাঁচটির লক্ষণাত্মক নাম :

(ক) **সাদৃশ্য** ; (খ) **বিরোধ** ; (গ) **শৃঙ্খলা** ; (ঘ) **ন্যায়** ; (ঙ) **গূঢ়ার্থপ্রতীতি**।

প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অলঙ্কার :

(ক) **সাদৃশ্য**—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান্, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উল্লেখ, দীপক, তুল্যযোগিতা, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, স্মরণ, সামান্য, সহোক্তি, অর্থশ্লেষ।

(খ) **বিরোধ**—বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, বিচিত্র, অধিক, অনুকূল, ব্যাঘাত, অন্যোন্য।

(গ) **শৃঙ্খলা**—কারণমালা, একাবলী, সার, মালাদীপক।

(ঘ) **ন্যায়**—অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান, পর্য্যায়, পরিবৃত্তি, সমুচ্চয়, পরিসংখ্যা, উত্তর, সমাধি, সামান্য, তদ্‌গুণ।

(ঙ) **গূঢ়ার্থপ্রতীতি**—অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, আক্ষেপ, ব্যাজ-স্তুতি, পর্য্যায়োক্ত, পরিকর, সূক্ষ্ম, ব্যাজোক্তি, স্বভাবোক্তি, ভাবিক, উদাত্ত।

শ্রেণীবিভাগটি কিন্তু খুব সূক্ষ্ম নয়। কোথাও কোথাও অলঙ্কারবিশেষ তার পূর্ণপরিচয়ের জন্য আপন সীমায় থেকেও অন্য সীমার এক-আধটু সাহায্য নেবে। তবে, সে এমন গুরুতর কিছু নয়; শ্রেণীবিভাগের মূল্য তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না।

(ক) সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার

এ সাদৃশ্য দুই বিসদৃশ (dissimilar) বস্তুর সদৃশতা (similarity)। আকারে প্রকারে বস্তুদুটি যতই বিভিন্ন হোক, কবি প্রাতিভদৃষ্টির আলোকে দুইয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান এমন ধর্ম্ম (property) আবিষ্কার করেন, যা বস্তুদুটিকে সাম্যসূত্রে বেঁধে ফেলে। সাদৃশ্য, সাম্য, সারূপ্য, সাধর্ম্ম্য একার্থক শব্দ। বস্তুদ্বয়ের বাহ্য বৈসাদৃশ্য যত বেশী হবে, অলঙ্কার তত সৌন্দর্য্যময় হ'য়ে আপন নামকে সার্থক করবে। চোখের সঙ্গে চোখের তুলনায় অলঙ্কার হয় না, কারণ এরা সমজাতীয় ব'লে বৈচিত্র্যহীন; চোখের সঙ্গে পদ্মপলাশের তুলনায় অলঙ্কার হয়, কারণ এরা অসম-(বি-) জাতীয় ব'লে পাঠকের কল্পনা উদ্দীপিত ক'রে তোলে। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার কবি-পাঠক উভয়েরই যে এত প্রিয়, তার প্রধান কারণ এরা চিত্রধর্ম্মা—ভাবকে মূর্ত্তিমান্ ক'রে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে বিরাট্ চিত্রশালা, রসিকের প্রাণের উপমা ?"—বিজয়া-তে হবে। এই চিত্রধর্ম্মিতা রবিকাব্যের 'গনা' অর্থেই উপমা কথাটি প্রয়োগ

রবীন্দ্রকাব্যে প্রচুর ; তার চেয়ে বেশী 'সংসৃষ্টি' এবং সবচেয়ে বেশী অপূর্ব্ব সুন্দর 'সঙ্কর' (অলঙ্কার-চন্দ্রিকায় **'সংসৃষ্টি** ও সঙ্কর'-শীর্ষক ধারা দ্রষ্টব্য)।

সাদৃশ্য বা সাধর্ম্য বিচার করা যায় প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে :

(১) বস্তুদুটির **সমান মূল্য** স্বীকার ক'রে ;

(২) বস্তুদুটির **অভেদ কল্পনা** ক'রে ;

(৩) বস্তুদুটির **ভেদকে প্রাধান্য** দিয়ে।

উপমা, রূপক আর ব্যতিরেক এই তিন পন্থার যথাক্রমিক প্রতীক।

সাদৃশ্য হয় বস্তুদুটির **গুণগত**, **অবস্থাগত**, **ক্রিয়াগত** অথবা গুণ-অবস্থা-ক্রিয়ার নানাভাবের **মিশ্রণগত** ধর্ম্মের ভিত্তিতে।

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের **চারটি অঙ্গ** :

(১) যাকে তুলনার বিষয়ীভূত করা হয় ;

(২) যার সঙ্গে তুলনা করা হয় ;

(৩) যে সাধারণ ধর্ম্ম তুলনা সম্ভব করে ;

(৪) যে ভঙ্গীতে তুলনাটি দেখানো বা বোঝানো হয়।

প্রথমটির নাম **উপমেয়** ; দ্বিতীয়টির নাম **উপমান**। আরও কয়েকটি শব্দযুগ্ম সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের আলোচনায় দেখা যাবে। সেগুলি হচ্ছে—বিষয়-বিষয়ী, প্রকৃত-অপ্রকৃত, প্রস্তুত-অপ্রস্তুত, প্রাকরণিক-অপ্রাকরণিক। এরা অনেকটা সমার্থক। উপমেয়-উপমানের প্রতিশব্দ এরা নয়। তবু অনেক সময় লিখব প্রকৃত=উপমেয়, অপ্রস্তুত=উপমান ইত্যাদি। কেন লিখব, তা একটা উদাহরণ ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন,

"পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে **রেশমচিকন চুলে**",

তখন গ্রীবার লোভনতার মূলীভূত কারণ মেয়েটির চিক্কণ চুলই যে কবির আসল বর্ণনীয় বস্তু, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। চুলের চিক্কণতাকে আরও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে কবি রেশমের সঙ্গে করেছেন তার তুলনা। অলঙ্কার এখানে লুপ্তোপমা : উপমেয় 'চুল', উপমান 'রেশম', সাধারণ ধর্ম্ম 'চিকন', তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত (এ সবের পরিচয় একটু পরেই মিলবে)। 'চুল'ই কবির বর্ণনীয়, অতএব প্রাসঙ্গিক, এবং অলঙ্কারসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনীত ব'লে 'রেশম' অপ্রাসঙ্গিক ('চিকনকোমল চুলে' লিখলেও চলত, অলঙ্কারও হ'— (ক) **সাদৃশ্য** ; (খ) সুন্দর অনুপ্রাসে)। 'চুল'টাই কবির বর্ণনীয় (গ) **গূঢ়ার্থপ্রতীতি**। প্রাকরণিক। 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' গ্রন্থে

কবিকর্ণপূর 'প্রস্তুত' কথাটার অর্থ লিখেছেন 'প্রাকরণিক, প্রাসঙ্গিক'। আমাদের আলোচ্যমান উদাহরণে 'চুল'ই যখন **প্রকৃত** এবং এই 'চুল'ই যখন 'উপমেয়' হয়েছে, তখন উপমা অলঙ্কারে সাধারণভাবে লেখা যেতে পারে প্রকৃত =উপমেয়, অপ্রকৃত=উপমান ; চুল প্রস্তুত, রেশম অপ্রস্তুত। অন্যধরণের একটা উদাহরণ দিই :

"রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধূমধাম,
যাত্রীরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্ত্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী"—

পথ রথ মূর্ত্তিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভাবিয়েছেন, সত্যই কি তারা সেইভাবে ভাবছে ? পথরথমূর্ত্তির কবিকল্পিত 'আমি দেব' ভাবনা আর অন্তর্য্যামীর নিছক একটু মিষ্টি হাসি কবির বর্ণনীয় বিষয় নাকি ? তা তো নয়। কবির মূল বক্তব্যটি উপনিষদের একটি পরমা বাণী—'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'। অরূপের রূপলীলা এই বিশ্বচরাচর। খণ্ডের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। অন্যত্র কবি যে বলেছেন,

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে,"

আলোচ্যমান কবিতাটিরও তাই প্রতিপাদ্য। কবির অভীপ্সিত এই সাধারণ সত্যটি **প্রস্তুত** ; কিন্তু কবি এই প্রস্তুতকে রেখেছেন প্রতীয়মান অর্থরূপে (in the shape of a suggested meaning)। কবিতাটি রচিত হয়েছে একটি বিশেষ উপলক্ষ রথযাত্রাকে নিয়ে। এইটাই কবির অভিপ্রেত বিষয় নয় এবং নয় ব'লেই এটি **অপ্রস্তুত**। এই অপ্রস্তুতের ব্যঞ্জনা থেকেই প্রস্তুতটিকে পাচ্ছি। অলঙ্কার অপ্রস্তুতপ্রশংসা। দেখা যাচ্ছে যে এখানে তুলনার নামগন্ধও নাই। এই কারণেই বলেছি প্রস্তুত-অপ্রস্তুত, প্রকৃত-অপ্রকৃত প্রভৃতি উপমেয়-উপমানের প্রতিশব্দ নয়। এদের অর্থ ব্যাপক, প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত।

উপমা

উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ **তুলনা**। 'দেবোপম মানব' বলতে বোঝায় সেই মানবকে যাঁর উপমা অর্থাৎ তুলনা চলে দেবের সঙ্গে (দেবোপম=দেব উপমা যার : বহুব্রীহি সমাস)। "উমার সঙ্গে কি প্রাণের উপমা ?"—বিজয়া-গানের এই চরণটিতেও দাশরথি 'তুলনা' অর্থেই উপমা কথাটি প্রয়োগ

করেছেন। এই কারণে তুলনার ভিত্তিতে যত অলঙ্কারের সৃষ্টি, তাদের সকলেরই সাধারণ নাম উপমা। আলঙ্কারিক অপ্পয় দীক্ষিত তাই বলেছেন—উপমা এক নটী ; বিচিত্র ভূমিকায় সে অভিনয় করে কাব্যের রঙ্গমঞ্চে আর সঙ্গে সঙ্গে করে রসিকজনের চিত্তরঞ্জন :

"উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥"

এই বহুবিচিত্র ভূমিকার মধ্যে নটী সাধারণ উপমার একটি ভূমিকা হচ্ছে বিশেষ লক্ষণের উপমা-নামক অলঙ্কার ; অন্যগুলি উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহ্নুতি, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান্ ইত্যাদি ইত্যাদি। সাদৃশ্য-মূলক অলঙ্কারের প্রকারভেদ মানেই সাধারণী উপমার 'চিত্রভূমিকাভেদ'। প্রথমেই যে উদাহরণ দুটি দিয়েছি, একটু পরেই বোঝা যাবে যে ওদের প্রথমটিতে সত্যকার বিশিষ্ট লক্ষণের উপমা আর দ্বিতীয়টিতে ব্যতিরেক অলঙ্কার, যদিও 'উপমা' কথাটি দুটি উদাহরণেই বর্ত্তমান। সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে উপমা জাতি এবং ব্যক্তি অর্থাৎ Genus এবং Species দুইই—সাধারণ অর্থে জাতি, বিশিষ্ট অর্থে ব্যক্তি।

এই সূত্রে 'কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগ'-শীর্ষক ধারায় 'উপমা কালিদাসস্য'-র ব্যাখ্যা এবং 'অলঙ্কারের বিবর্ত্তন'-শীর্ষক সমগ্র ধারাটি মন দিয়ে পড়লে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

এইবার বলছি বিশিষ্ট লক্ষণের উপমা অলঙ্কারের কথা।

১। উপমা :

একই বাক্যে স্বভাবধর্ম্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের ('in their general nature dissimilar'—Johnson) বিসদৃশ কোনো ধর্ম্মের উল্লেখ না ক'রে যদি শুধু কোনো বিশেষ গুণে, বা অবস্থায়, অথবা ক্রিয়ায় পদার্থদুটির সাম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাহ'লে হয় **উপমা** অলঙ্কার।

"ঐ যে রক্তের মতো রাঙা
দুটি জবাফুল।"

—জবাফুল আর রক্ত দুটি বিজাতীয় পদার্থ। **একই বাক্যে** এরা রয়েছে। 'রাঙা' এদের সাম্য বা সাধর্ম্ম্য ঘটিয়েছে। এই কারণে এখানে হয়েছে **উপমা** অলঙ্কার। এখানে সাধর্ম্ম্যটি গুণগত, কারণ রাঙা একটি গুণ। বিজাতীয় বস্তুদুটির বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ নাই, যেমন থাকে ব্যতিরেক অলঙ্কারে ('ব্যতিরেক' দ্রষ্টব্য)। দেখা যাচ্ছে যে সংজ্ঞার লক্ষণগুলি সবই এতে রয়েছে।